তারিখ ..30 SEP 1995 ....
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ..৬.....

আজকের কাগজ

শিক্ষা আমার অধিকার

কাজী শাহেদ আহমেদ

শিক্ষা ছাড়া আমি-আপনি-আপনারা, ঐ গাছটা, বাড়িটা, যে পাখিটা উড়ে গেলো—সব এক। তাই দেশ স্বাধীন করে অনেক কাজের মধ্যে প্রথম একটি কাজ বঙ্গবন্ধু করেছিলেন। কাজটি ছিলো সংবিধানে গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করানো। '৭২-এর সংবিধানে লেখা আছে—

"১৭। রাষ্ট্র

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক-সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

সংবিধানে শিক্ষার কথা লিখেই ক্ষ্যান্ত দেননি। ২৬ জুলাই ১৯৭২ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন এদেশের মানুষ একশ ভাগ অশিক্ষিত। দু'চারজন অ আ ক খ এ বি সি ডি ১, ২ হয় নয় যা শেখে তা প্রভু সন্তুষ্টির জন্যে শেখে। ইংরেজ আমলে শিক্ষার শেষ কবর খোঁড়া হয়ে যায়। দু'চারজনকে এ বি সি ডি শিখিয়ে পদলেহনের কুকুর বানায়। চাটুকার বানায়। রাজাকার বানায়। সেবাদাস-দাসী বানায়। হাফপ্যান্ট পরায়। শোলার টুপি মাথায় পরিয়ে দেয়। স্যালুট করা শেখায়। বাকি অশিক্ষিত রেখে নেংটি পরিয়ে ছেড়ে দেয়। আসে পাকিস্তান আমল। পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাহিরাগত কিছু বাঙালি আর কিছু পথভ্রষ্ট বাঙালি মিলে পণ নেয় যে আমাদের নাক মুখ দিয়ে গলা টিপে উর্দু ঢুকিয়ে দেবে। আজই, এখানে বলতে চাই, এই যে আমি, আর্মিতে গিয়েছিলাম। তার জন্যে আমাকে লিখে পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো। মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো। আইএসএসবি দিতে হয়েছিলো। সাইকোলজি টেস্ট দিতে হয়েছিলো। তারপর মেডিকেলে প্যান্ট খুলে টেস্ট দিতে হয়েছিলো। এতো টেস্ট নেবার পর আর্মিতে আমাকে নেয়। এতো টেস্ট যে করতো তাকি দেখবার জন্যে যে আমি সালাম, বরকতের ভাই কি না? ভালো বাঙালি কি না? বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই কি না? না। দেখতো আমরা সাচ্চা পাকিস্তানী কি না? আমরা উর্দুভাষী কি না? উর্দু ও পাকিস্তানের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা আছে কি না? আমরা বাঙালিরা তাদের মতো হয়ে তাদের কাজে লাগবো কি না? আমরা আমাদের বাঙালিত্ব ছাড়বো কি না? দোআঁশলা হবো কি না? সব দেখেশুনে তারা আর্মিতে নিতো। সিএসপি সিএসএস পিএসপি বানাতো। আমলা বানাতো। খুব সিওর না হলে কাউকে নিতো না। তার মধ্যে দু'একটি বাঙালি বেরিয়ে পড়তো। জ্বালাতন আর কি!

অতএব, পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ছিলো সীমিত শিক্ষা। বাংলার না, বাঙালির না, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা না। এদেশের জন্যে শিক্ষা না। জনগণের শিক্ষা না। তাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ পায় ১৯৭৪ সালের মে মাসে। আর তার ১৫ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু নিহত হন। ৩৬টি অধ্যায়ের ৪৩০ পাতার এই রিপোর্টটি পড়েন। না পারলে ৮৮ পাতায় সারসংকেলনটা পড়েন। তা না পারলে কিছু অংশ আজকের কাগজে ছাপালে পড়েন। দেখেন বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন। কি করতে চেয়েছিলেন। আপনারা শিক্ষকরা ছাত্ররা পড়েন। মুরব্বিরা পড়েন। ভাইবোনেরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু একটা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। একটি গণমুখি, গণতান্ত্রিক, অসম্প্রদায়িক, আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। ঐ শিক্ষানীতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ও বাঙালির চার মূলনীতির প্রতিফলন ঘটানো হয়। বঙ্গবন্ধু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন মানুষ বানাবার জন্যে, সুনাগরিক বানাবার জন্যে। সকল বালক-বালিকাকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে ধরা হবে এবং তা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। এবং শিক্ষা হতে হবে গণমুখি ও সর্বজনীন। সবকিছু ১৯৮০ সালের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন। সবাই দিনের স্কুলে আসতে পারে না তাই নৈশ স্কুল চালাবার নির্দেশ রাখেন। বঙ্গবন্ধু দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারির মর্যাদা দেন। মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ও প্রয়োজনে পৃথক বালিকা- স্কুল সবই বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত। 'শিশু ভবন' ও 'শিশু উদ্যান' স্থাপন করে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন শ্রমজীবীদের সন্তানদের। শুধুমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার কথা ছিলো। এক সিলেবাস এক ভাষা এক দেশ একই নাগরিক। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজিসহ একটি উন্নত আধুনিক দেশি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গ্রহণ করে নেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে একই শিক্ষা পদ্ধতিতে এনে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু না, কিছুই হলো না, হবার আগে তিনি চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন। আর এদশের কেউ কমিশন রিপোর্টটি খুলে দেখলো না। '৭৫-এর পর কোনো সরকার কেনো দেখলো না? কারণ ঐ শিক্ষা পদ্ধতিতে বাঙালির কথা আছে। বাংলার কথা আছে। মানুষের কথা আছে। বাংলার মানুষের কথা আছে। শিক্ষার কথা আছে। কাদের শিক্ষা? এদেশের কৃষকের শিক্ষা। শ্রমিকের শিক্ষা। জেলের শিক্ষা। জোলার শিক্ষা। তাঁতীর শিক্ষা। কুমোরের শিক্ষা। কামারের শিক্ষা। সবার শিক্ষার কথা আছে। বঙ্গবন্ধু সবাইকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারপর যারা এসেছেন তারা শুধু তাদের লোকদের জন্যে শিক্ষা চান। তারা কারা এবং তাদের লোক কারা বুঝে নেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এদেশের মানুষের জন্যে খুলে দেবেন সকল শিক্ষা যেমন কারিগরি শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যের শিক্ষা, শিক্ষকতা করার শিক্ষা, ললিতকলা, নার্সিং, কৃষি শিক্ষা, প্যারামেডিক শিক্ষা ইত্যাদি। আবারো বলছি, একবার কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি পড়ে দেখেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন আমাদের জন সম্পদ বিপুল। প্রত্যেকটি মানুষ দেশের সম্পদ। তবে শিক্ষা ছাড়া কিছু হবে না। শিক্ষা ছাড়া [illegible] বোঝা হয়ে দাঁড়াবে আর তাদেরকে সবাই কুরে কুরে খাবে। খাচ্ছে। আরো খাবে।

এখনো সময় আছে। হাক্কর পেড়ে উঠতে হবে। শঙ্খধ্বনি বাজাতে হবে। ঘন্টা বাজাতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে। শিঙ্গে ফুঁকতে হবে। আযান দিয়ে উঠতে হবে। চিৎকার করে চাইতে হবে। শিক্ষা চাই। সবার জন্যে শিক্ষা চাই। বাংলার মানুষের জন্যে শিক্ষা চাই। শিক্ষার দাবি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। কিন্তু চাই না অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপশিক্ষা। চাই না সেই বই যে বইতে লেখা থাকে না বঙ্গবন্ধুর কথা। লেখা থাকে না পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর কথা। লেখা থাকে না খুনি মোশতাকের কথা। চাই না সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় চার ধরনের নাগরিক তৈরি করা হচ্ছে। সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষা বাঙালির কথা বলে, বাংলার কথা বলে, বঙ্গবন্ধুর কথা বলে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলে। বলে আমাদের কৃষকের কথা শ্রমিকের কথা। জেলের কথা। মুচি-মেথরের কথা। মানুষের কথা। যে শিক্ষা বলে আমাদের কীর্তিনাশার কথা ধলেশ্বরীর কথা করতোয়ার কথা। বলে দেয়াপাড়ার কথা। বলে নৌকার কথা ডিঙ্গার কথা। আমাদের আম, জাম, কাঠালের কথা বলে। সেই শিক্ষা আমরা চাই। যে শিক্ষা শেখাবে কাজ করতে দেশ গড়তে বিদেশে পাড়ি দিতে- সেই শিক্ষা চাই। শিক্ষা শেখাবে করে খেতে খেটে খেতে এগিয়ে যেতে। শেখাবে ভালবাসতে। শেখাবে সকল মানুষ সমান। সব ধর্ম ভালো। তাই আবার বলছি, বঙ্গবন্ধুর সময়ের কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পড়ে দেখেন। এখন মিথ্যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মিথ্যা শিখানো হচ্ছে। একটা জালিয়াত ফেরেববাজ জাতি তৈরি করা হচ্ছে। যে শিক্ষা [illegible] গ্রহণ করছে তাকে বলা হচ্ছে না যে সে বাঙালি, তার ভাষা বাংলা, তার নেতা বঙ্গবন্ধু যার নেতৃত্বে একাত্তরে দেশ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন করা হয়েছে। [illegible] হয় আবছা আবছা কথা। আধো আধো কথা। কিছু মানুষ ও কিছু সময় বাদ দিয়ে বলা হয়। হচ্ছে। হবে। যদি না আপনারা রুখে দাঁড়ান। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে তার শিক্ষা কমিশনে যারা বিশ্বাস করেন, এগিয়ে আসেন। ক্ষমতায় আসেন। প্রতিজ্ঞা করেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিক্ষানীতি থেকে নিয়ে এদেশের সবাইকে শিক্ষিত করে তুলবেন। এমনি এমনি হবে না। কেউ করে দেবে না। কেউ আপনাকে শিক্ষা দেবে না। দেয়নি। দিচ্ছে না। দেবে না। তাই পথ একটাই খোলা আছে। আর তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুতে যারা বিশ্বাস করেন তারা ক্ষমতায় আসেন এবং ঈমানদারীর সঙ্গে একটি সিলেবাস তৈরি করেন এবং একই পদ্ধতিতে সকল বালক-বালিকাকে শিক্ষা দান করেন। এখন জাতিকে বিভক্ত করা হচ্ছে। চার রকমের নাগরিক তৈরি করা হচ্ছে। ভয় লাগে। কাল কি হবে? জাতিকে শিক্ষা দেন। ল এন্ড অর্ডার দেন। ইনফ্রাস্টাকচার দেন। আর কিছু দেয়া লাগবে না। দেখেন এ জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। মাথা তুলে দাঁড়াবে এ জাতি। শিক্ষাই সব। এবং সবার জন্যে। সবাই মিলে বলি শিক্ষা আমার অধিকার।

কাজী শাহেদ আহমেদ : সম্পাদক আজকের কাগজ।

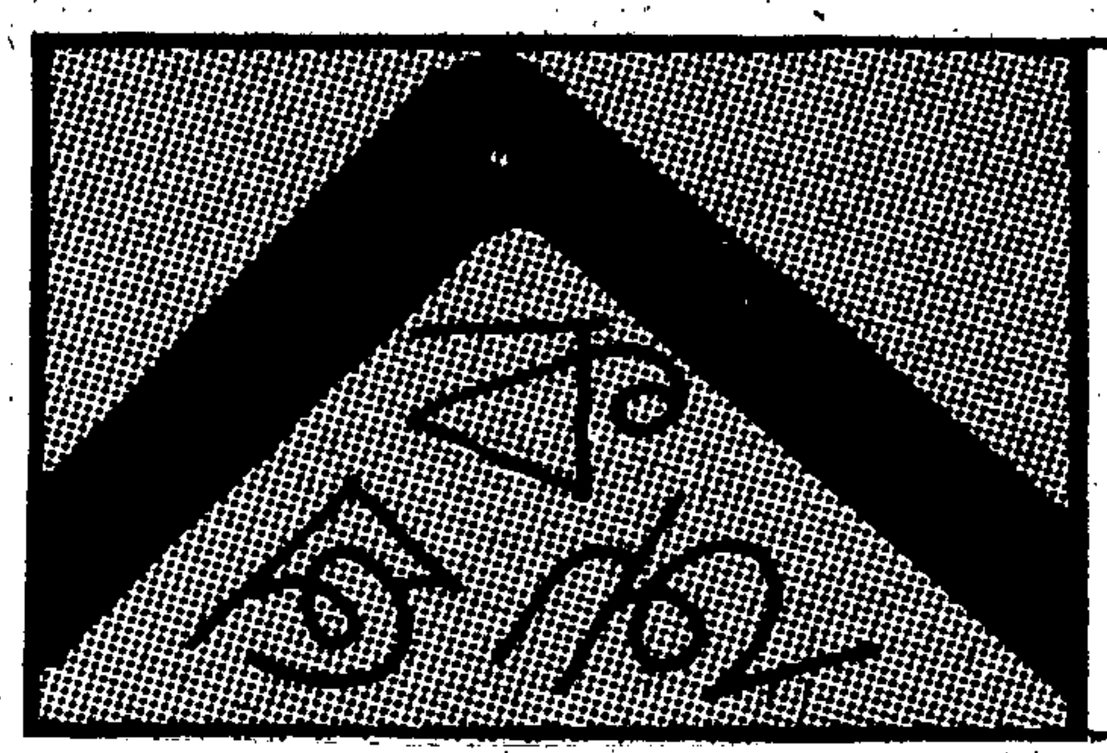

বাংলার মানুষের জন্যে শিক্ষা চাই। শিক্ষার দাবি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। কিন্তু চাই না অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপশিক্ষা। চাই না সেই বই যে বইতে লেখা থাকে না বঙ্গবন্ধুর কথা। লেখা থাকে না পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর কথা। লেখা থাকে না খুনি মোশতাকের কথা। চাই না সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় চার ধরনের নাগরিক তৈরি করা হচ্ছে। সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষা বাঙালির কথা বলে, বাংলার কথা বলে, বঙ্গবন্ধুর কথা বলে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলে। বলে আমাদের কৃষকের কথা শ্রমিকের কথা। জেলের কথা। মুচি-মেথরের কথা। মানুষের কথা। যে শিক্ষা বলে আমাদের কীর্তিনাশার কথা ধলেশ্বরীর কথা করতোয়ার কথা। বলে দেয়াপাড়ার কথা। বলে নৌকার কথা ডিঙ্গার কথা। আমাদের আম, জাম, কাঠালের কথা বলে। সেই শিক্ষা আমরা চাই। যে শিক্ষা শেখাবে কাজ করতে দেশ গড়তে বিদেশে পাড়ি দিতে- সেই শিক্ষা চাই। শিক্ষা শেখাবে করে খেতে খেটে খেতে এগিয়ে যেতে। শেখাবে ভালবাসতে। শেখাবে সকল মানুষ সমান। সব ধর্ম ভালো।